ভ্রাতা নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা বিভূতিভূষণের আরো কয়েকটি চিঠি। পরের খণ্ডেসমাপ্য।

৪৫

বারাকপুর

সোমবার

১৯-১১-৪৫

কল্যাণবরেষু,

নুটু, আমরা নির্বিঘ্নে পৌঁছেছি ও স্কুল করছি। এখানে বড্ডpernicious malaria হয়ে লোক মারা যাচ্ছে। সম্প্রতি বড্ডশীত পড়েচে। অগ্রহায়ণ মাসে সাধারণত এমন শীত পড়াদেখিনি। গুটকেদের বাড়ির সকলে ভালো আছে। মিতের সঙ্গেআমার দেখা হয়নি। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছ। এখানে বেগুনের সের ৫, ১০ পয়সা, তবে অন্যান্য তরিতরকারির দাম তত সস্তা নয়। মাছ ভীষণ আক্রা। পাওয়া যায়না।দুধ গ্রামে অমিল। মাঘ ফাল্গুন মাসে দুধ হয় কারণ তখনগরুর বাছুর হয়। নিজেদের গরু না থাকলে দেখচি গরুর দুধখাওয়া হয় না আজকাল। উমাকে না আনা ভালোই হয়েচেকারণ চারিদিকে যেরকম ম্যালেরিয়া তাতে ওর ম্যালেরিয়ারধাত—বিপদে পড়তে হত। পতিতের বউ Pernicious malaria-য় মর মর। আজ দুদিন অজ্ঞান, অচৈতন্য। কালএপাড়া থেকে সবাই দেখতে গিয়েছিল।

গুটকের বাড়ির সব ভালো। তুমি, বউমা, উমা ও গুটকেআমার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

আঃ

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[পোস্টকার্ডে লেখা এই চিঠির পরপৃষ্ঠায় যমুনাবন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রমা দেবীর চিঠি আছে।]

৪৬

বারাকপুর

বুধবার

নুটু,

তোমার বউদিদির জ্বর আজ সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে। কালসুরেন আসিয়াছিল রাত্রে। তিন দিন জ্বর ভুল প্রলাপইত্যাদির পর আজ জ্বর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িল। এখনঘুমাইতেছে। তবে খুব দুর্বল। তোমরা স্নেহাশীর্বাদ জানিও।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৭

বারাকপুর

বৃহস্পতিবার

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পেয়েচি। মিতে বাড়ি কিনে অত টাকা দিয়ে ভালো করল না। ওটা ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি করতে হবে। এখন এখানে ম্যালেরিয়া নরম পড়েচে। বেশ শীতপড়ার দরুন। স্কুলের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েচে, সুতরাং এখন নড়বার যো নেই। ম্যালেরিয়া হঠাৎ বড্ড কমে গিয়েচে।বোধহয় শুনেচ নীরদবাবুর ছেলে আলো মারা গিয়েচেহঠাৎ। সুবর্ণ দেবী তোমার বউদিকে পত্র লিখে আমাকে গিয়ে নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। গত রবিবারআমি যাই। নীরদবাবু শোকে কাতর হয়ে পড়েচেন। অনেকসান্ত্বনার কথাবার্তা বলি। আমি ওখান থেকে বাণী রায়দেরবাড়ি যাই। বাণী রায় বলে আমি আপনাদের ঘাটশিলারবাড়িতে গিয়েছিলাম। আপনি সেইদিন চলে গিয়েচেনসকালে। পূর্ণবাবু, অনিল সবাই এসে গল্প করলেন। এখানেবেগুন এক পয়সা সের হয়েচে বটে কিন্তু মাছ ২, ২॥ ০টাকা, মাংসও তাই। ফুচু সর্বদাই ঘাটশিলা যাব ঘাটশিলাযাব বলচে। মানে ওদের বাড়ির খাওয়াদাওয়া অপেক্ষাঘাটশিলার খাওয়াদাওয়া ভালো এই হল আসল কথা।

বড়দিনের সময় নানা স্থান থেকে সাহিত্য সম্মেলনেরসভাপতিত্বের নিমন্ত্রণ এসেচে, দক্ষিণ শ্রীপুর, টাকী, কুচবিহার, রংপুর ইত্যাদি। কিন্তু মীরাট যাওয়া হবে বলেওসব বন্ধ করেচি। মীরাটে বড্ড শীত। তোমার যাওয়ারদরকার নেই। খরচ বেশিহবে অথচ দেখে শুনে বেড়াবারসময় পাওয়া যাবে না। আচার্য যাবে নাকি ?সুরঞ্জনকেআমার কথা বলবে। তুমি কি সে সময় ৭/৮ দিন ছুটি পাবে ?সে তো এসে গেল। আজ ২৭শে, আগামী মাসের ২৭শেতারিখে সম্মেলন শেষ হয়েগিয়েচে। ডিসেম্বরে বারাকপুরথেকে রওনা হব ২২শে, কলকাতা থেকে বিকেলে দিল্লিএক্সপ্রেসে।

আশাকরি ওখানকার সব কুশল। গদাধর পাঁড়েকে পত্রদিয়েচ ?গদাধরকে পত্র একখানা দিয়ো। গুটকে কেমনআছে?তাদের বাড়ির সব ভালো। হরিপদদার মেয়ে টুনিমারা গিয়েচে, চালকীতে ভোঁদার সঙ্গে যার বিয়ে হয়েছিল।তুমি, বউমা, গুটকে ও উমা আমার আশীর্বাদ নিয়ো। এখানে সব ভালো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এই চিঠি ১৯৪৫ সালের ২৭ নভেম্বর তারিখে লেখা]

৪৮

বারাকপুর

৩০-১-৪৬

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। এখানে এখনো বেশ শীতআছে। রোদ ছাড়া বসাই যায় না। মি. সিন্‌হা চিঠি লিখেচে।৬ই ফেব্রুয়ারি ঘাটশিলায় আসবে এবং সেখান থেকেবহেরাগড়া যাবে, একদিন বা দুদিনের জন্য আমাকে নিয়ে।সুবোধ চিঠি লিখেচে হরিনগর থেকে, এখানে আসুন। সুবোধ সেখানে Irrigation-এর S.D.O. দুটি সাবডিভিশনের চার্জে। সেখান থেকে তুষারাবৃত হিমালয় দেখা যায়। বেশ সুন্দর জায়গা নাকি।

গত রবিবারে দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্রের জন্মভূমিতেভিত্তিস্থাপন উৎসবে আমি প্রধান অতিথি ছিলাম। সেখানেঅমরবাবু (উত্তরপাড়ার) আরো বহু সাহিত্যিক গিয়েছিলেন কলকাতা থেকে। পুঁটি দিদির ছেলে জগো দেখি সেই ভিড়েরমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সে হুগলী নর্মাল স্কুলে সম্প্রতি ভর্তি হয়েচে। হুগলী থেকে গিয়েচে। রাত্রে ওখান থেকে ফিরেআমি মামার বাড়িতে ছিলাম।

এখানে পিসিমার ছেলে মঙ্গল আজ তিন চারদিন হলইঞ্জিনে কাটা পড়ে মারা গিয়েচে, তাই নিয়ে খুব কান্নাকাটিচলচে। বড়ই দুঃখের বিষয়। মহাদেববাবু সেদিনের সভায়এসেছিলেন খড়্কপুর থেকে। আমি নিমন্ত্রণ করতেবলেছিলাম কর্তৃপক্ষকে। মহাদেববাবু বেশ বক্তৃতা দিলেন।আমাকে বলচে বম্বের একখানা সেকেন্ড ক্লাস পাশ আছেচলো বম্বে। ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পাশ থাকবে তারপরেপচে যাবে। এখন আমার ছুটি কোথায় যে বম্বে যাব।

মঙ্গলবার বম্বে মেলে আমি ঘাটশিলা যাব, ফুচুর যাবারএ পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু ওদের বাড়ি এখন কান্নাকাটি চলচেভীষণ। এ অবস্থায় ওর মা ওকে বিদেশে ছাড়বে বলে মনেহয় না, ফুচুআমাকে খুব মানে এবং আমার কাজকর্ম সবকরে দিচ্চে। সে আজ একখানা চিঠিও দিয়েচে।

গুটকের বাড়ির সবাই ভালো আচে। গুটকে যেন স্টেশনেথাকে। তুমি, বউমা, উমা ও গুটকে আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৪৯

সোমবার

৪-৩-৪৬

নুটু,

এই পত্র পেয়ে শুক্রবার ছুটি নিয়ে খড়্কপুর এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে ?শুক্রবার নাগপুর প্যাসেঞ্জারেএলে খড়্কপুরে বেলা ১২টায় পৌঁছবে। বৈকালও না, মহাদেববাবুর ওখানে যেয়ো।

রাত আটটায় মাদ্রাজ মেল। আমার সঙ্গে দেখা করে তুমি রাঁচিতে ফিরতে পারবে। আমি, গজেন, সুমথ, গৌরীশঙ্কর, বিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রভৃতি এক বন্ধুর ভায়ের বিয়েতেযাচ্ছি কটক। শনিবার রাত্রে বিবাহ। ওখান থেকে রবিবারআমি পুরী যাব, একদিনের জন্যে। রবিবার রাত্রে পুরী এক্সপ্রেসে ফিরব। আর যদি ৪ দিনের ছুটি নিয়ে আসতে পার এই সুযোগে তবে তাহলে তুমি বলবে যে আমিএমনিই পুরী যাচ্চি, তোমাকে আমি যেন ওদের বলে কটকে নামিয়ে নিচ্চি রবিবার রাত্রে এমনি ভাব দেখাতে হবে।গোটা ২০ টাকা লাগবে খরচ। মহাদেববাবুকে তাহলেকিছু বলবে না। সে-ও যেতে চাইবে। পরকে অত বলা যাবেনা।তোমাকে বলে কয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব। তবে তুমিবলবে তুমি নিজেই পুরী যাচ্চো। যেন হঠাৎ দেখা হয়েছেএমন ভান করতে হবে। আমরা যেন তোমাকে বিবাহউপলক্ষে নামিয়ে নিচ্চি কটকে। মি. সিনহা মাঠাবুরু যাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁকে এই পত্র দেখিও। ৭ই যাবেন লিখেছেন,আমি এই বিবাহের জন্য যেতে পারলুম না।

আমি উদয়পুর (রাজপুতানা) চাকরি পেয়েছি। ১৫০৲মাইনে। ১০/১২ দিনের মধ্যে রওনা হতে পারি। তোমারবউদিদিকে নিয়ে যাব। তবে বেশিদিন সেখানে না থাকিএকবার বেড়িয়ে আসবার ইচ্ছা আছে। তারা ভাড়া দেবে।Join করবার পর যদি সেখানে বাসা হয়, তবে তুমি গিয়ে দেখে আসবে। শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবারতোমার ছুটি নিতে হবে। যদি পারো এসো। যদি পুরী নাযেতে পারো শুধু শুক্রবার দেখা করে রাঁচি এক্সপ্রেসে ফিরেযেতে পারো। শুক্রবার নাগপুর প্যাসেঞ্জারে খড়্কপুরআসতে হবে। রাত ৮টা বা ৭৷৷০ টায় মাদ্রাজ মেল। আমরাইন্টার ক্লাস কামরায় থাকব। উদয়পুর যদি যাই তবেকুচবিহার সাহিত্য সম্মেলনে যাওয়া হল না। গুটকে নিশ্চয়ইওখানে পৌঁছেচে। তুমি, বউমা, উমা, গুটকে আমারআশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গদাধর পাঁড়ে ইসমাইলপুর কাছারি থেকে তোমাকে পত্র লিখেচে। কিন্তু সে পত্র এখানকার ঠিকানায় দিয়েচে। তাকেএকখানা পত্র দিয়ো। ঠিকানা

Ismailpur, Kachary. Suktia

P.O. Dist. Bhagalpur

গদাধর পাঁড়ে। মুহুরি

৫০

রাজগীর

পাটনা

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার বউদিদি ও আমি পাটনা যাবার পথে রাজগির এসেচি। এইমাত্র রাজগির উষ্ণ প্রস্রবনে স্নান করে উঠেচি। বুদ্ধদেব যেখানে ধর্মপ্রচার করেছিলেন সেই সোনভাণ্ডার গুহা এইমাত্র দেখে এলুম। পাহাড়ের উপর ছায়ায় বসে আছি। সুন্দর হাওয়া। বনে করন্ধা ফুল খুব ফুটেচে। কাল দানাপুর পানীর বাসায় (বড় মামার মেয়ে) যাব ভেবেচি। পুঁটিদিদি ও কালীদের বাসায় কাল ছিলাম। সবাই ভালো আছে। তোমারা সকলে আমার স্নেহাশীর্বাদনিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫১

কলিকাতা

শনিবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, বেলুর বিবাহে আশা করিয়াছিলাম তুমি আসিবে।বিবাহ হইয়া গেল। ছোট মামার দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ে (আরতি ও ছোটটি) ভাটপাড়া থেকে আসিয়াছিল। বেশআমোদ হইল। তুমি আসিলে ভালোই হইত। বউমা, তোমার বউদিদি ও উমাকে ২/৩ দিনের মধ্যে লইয়া দেশেফিরিব। একবার এই সময় এসো। গুটকে ও শান্তকে আশীর্বাদ দিয়ো। গুটকের বাড়ির সংবাদ ভালো। কাল হঠাৎ রাজপুরের বেগুনের মার সঙ্গে গাড়িতে দেখা। বেগুনের বিয়ে ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, বর্ধমানের সিভিল সার্জেনের মেয়ের সঙ্গে। বি.এ. পাশ মেয়ে। অন্তত এই রকমই বেগুনের মাবলিলেন। আমায় বিয়েতে যাইবার অনুরোধ করিলেন, আমি যেন বরযাত্রী যাই এবং তোমার কথাও বার বার বলিলেন। এখানে সব ভালো। বড় বৃষ্টি হইতেছে।

আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫২

২.৭.৪৬

নুটু,

ভালো আছি। তোমার চিঠি অনেকদিন কেন পাইনি।বৃষ্টি হচ্চে। ১০ পয়সার পোস্টকার্ডে তোমাকে প্রথমলিখলুম। সুনীল গুপ্ত আর্টিস্ট আমাকে একখানি oil painting উপহার দিয়েচেন, ১৫০৲ টাকা দাম। সুরঞ্জন আছেকিনা ?কোন্ পর্যন্ত থাকবে ? August মাসে যাবো। ৪ঠাআগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় রেডিও বক্তৃতা হবে।

আশীর্বাদ নিয়ো, ও বউমা, গুটকে, শান্তকে দিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুঃ ক্লাসে বসে লিখলুম। তাই বড্ড তাড়াতাড়ি। এইমাত্রমি. সিংহের চিঠি পেলুম।

৫৩

বারাকপুর

২১.৮.৪৬

কল্যাণবরেষু,

আমি নিরাপদে ভাগ্যে বাড়ি পৌঁচেছিলাম। দেরি করিলেকলিকাতা হইতে ফিরিতে পারিতাম কিনা সন্দেহ। এঅঞ্চলে ট্রেন বন্ধ, ডাক বন্ধ। দার্জিলিং ঢাকা মেল গোপালনগর হইয়া বনগ্রাম আসিয়া থামিয়া যাইতেছে। Main line-এ কোনো ট্রেন যাইতেছে না। আমরা ভালো।আজ গফুর বলিল একবার ডাক যাইবে, তাই এই পত্র দিলাম। তোমরা কেমন আছ ?আমি বড় উদ্বিগ্ন আছি।বউমা, উমা, গুটকে শান্ত, আশীর্বাদ নিয়ো। গুটকের বাড়িরসব ভালো। গুটকের পত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাক বন্ধদরুন উত্তর দেওয়া গেল না।

ইতি—

তোমার

দাদা

৫৪

বারাকপুর

কল্যাণবরেষু,

নুটু, কল্য আমার জন্মোৎসব হয়ে গেল বনগাঁয়।কলকাতা থেকে কেউ আসতে পারেননি। কলকাতায়হাঙ্গামার জন্যে। তা হলেও function বেশ হয়েছিল।তোমার বউদিদি, উমা ও আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছিল। অনেক রাত্রে আসি। কলিকাতায় এখন এসো না। রাস্তা হাঁটাই বিপজ্জনক। ছুরিকাতঙ্ক সর্বত্র বিদ্যমান। বহু লোক কলকাতা থেকে পালাচ্ছে বা পালিয়েচে। বিজুকেএকখানা পত্র লিখে খবর নাও। আমার তো খুব সন্দেহহচ্ছে বিজু সম্বন্ধে। ঘাটশিলা যাবার ইচ্ছে আছে, ছুটি হবে২৮শে সেপ্টেম্বর। কিন্তু কলকাতার মধ্যে দিয়ে যাতায়াত যদি safe হয় তবেই শেয়ালদ, থেকে হাওড়া যাওয়া যাবেএদের নিয়ে। হাওড়া স্টেশনেও ছুরিকাতঙ্ক বর্তমান। মিতে২/৪ দিনের মধ্যে ঘাটশিলা যাবে কাল বনগ্রামে সভায় বসে আমাকে বলছিল। ঘাটশিলাতে কি লোকজন এসেচেকলকাতা থেকে ?তুমি বিলাসপুর ভ্রমণের কি করলে ?হয় বিলাসপুরে যাও না হয় Gua-তে যাও। এতদিন তোমারযাওয়া উচিত

ছিল। ছোটমামা কাল পত্র দিয়েচেন, তোমার ও আমার পত্র পাননি বলে উদ্বিগ্ন হয়ে। আমি পত্র দিয়েচি । যদি যাওয়া safe হয় তবে ষষ্ঠীর দিনই ঘাটশিলাতে যাব, আর যদি না হয় তবে দ্বাদশী একাদশীর দিন। পথঘাট safe না হলে মেয়েদের নিয়ে শেয়ালদা থেকে হাওড়া যাওয়াই যে মুশকিল। তুমি কলকাতায় এসো না কোন কারণেই।গুটকে বা শান্তও না আসে। আমরা ভালো আছি। বউমা, তুমি শান্ত, ও গুটকে আমার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৫

নুটু,

বাড়িতে উমার শরীর ভালো নয়। বিশেষত গাড়িতেবেজায় ভিড়। পথঘাট বিপদসঙ্কুল। সকলে যাইতে বারণকরচে। কাল গরুর গাড়িতে জিনিসপত্র বাঁধিয়া বাহির হইবার জোগাড় করিতেছি তখন দেখা গেল গাড়ির সময়নাই। এদিকে মি. সিংহ গৈল্‌কেরা forest বাংলোতে ৭ইঅক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আমার নামে রিজার্ভ রেখেচেন। গজেন ও প্রবোধ আমায় বলেছিল পুজোর পরে যাবে। বহরমপুর থেকে কুলি টেলিগ্রাম এসেছে কাল সেখানে যাবার জন্যে। কোথাও যাওয়া হল না। তুমি এবারসেক্রেটারি। বড় ইচ্ছা ছিল এবার ঘাটশিলায় গিয়ে আমোদ করব। সব দিকে গোলমাল হল। বড়ই দুর্ব্বৎসর। আমি পূর্ণিমার সময়ে যাব। ৭ই অক্টোবর যদি Goilkera যেতেপারি। ২০ অক্টোবর সিংহ চাইবাসা আসবে। তার সঙ্গেদেখা করতে হবে। পূর্ণিমার পরে যাব যদি পথঘাট safe থাকে। তোমরা কলকাতায় এসো না। বিজুর কোনো খবর পেলে ?মনে হচ্ছে নির্মূল। ও অঞ্চলের অধিকাংশই দেবযানে গমন করেচেন শুনলাম। ৪১ মির্জাপুরের প্রত্যেকটিমেম্বার "দেবযানে"। এখানে আপাতত সব ভালো। তবেউমার শরীর ভালো নয়। বেজায় সর্দিকাশি দুজনারই। গ্রামেপুজো হয়েচে। আমি হাজারির বাড়ি নিমন্ত্রণ খাচ্চি। তুমি, বউমা, শান্ত, গুটকে বিজয়ার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫৬

Gopalnagar

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। এখানে বড্ড শীত পড়েছে।বৃষ্টি এখানেও হয়েছিল, দুদিন ঘোর বর্ষা। এখন থেমেছে।গত শনিবার কলকাতা গিয়েছিলাম, কমল ও অমরবাবুরসঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডা. অমিয় চক্রবর্তী যিনি Chief Minister-এর সঙ্গে নোয়াখালি গিয়েছিলেন, আমাকেসামনের রবিবার বেলা ৫টার সময় বনভ্রমণের গল্প করারজন্যে নিমন্ত্রণ করেচেন। অমিয়বাবুর বাড়ি অমরবাবুর বাড়িথেকে ২ মিনিট।

এখানে এরোপ্লেন থেকে কেন চাল ফেলেছিল তা বোঝাগেল না। বোধ হয় নোয়াখালি বলে ভুল করে ১৮ বস্তা চাল ফেলেছিল, ট্যাংরার জলের মধ্যে ২ বস্তা পড়ে যায়।

সান্ন্যাল মশায়ের বাড়ির সকলে নিভা, গুনু এরা এখানেচিঠি দিচ্চে। সুমনি এখনো এখানে আছে শুনে খুশি হয়েচি। ডিসেম্বর মাসের শেষে আমি বোধ হয় যাব সারান্ডা ফরেস্টদেখতে। সিংহসাহেব পত্র দিয়েচেন। তুমি একবার মনোহরপুরযাও। সুধীরবাবু মনোহরপুর থেকে চিঠি দিয়েচেন। রাসবিহারীবাবুওখানেই আছেন।

এখানে আর সব ভালো। গুটকেদের বাড়ির সব ভালো। বউমা তুমি শান্ত ও গুটকে আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃ অন্নর স্বামী প্রমোদ মারা গিয়েচে।

৫৭

Gopalnagar

বুধবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমাকে ইতিপূর্বে একখানা চিঠি দিয়েছি। আজএখনই এই চিঠি দেওয়ার কারণ এইমাত্র রায়সাহেব হাজারিলাল প্রামাণিক রাণাঘাট হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন যে ঘাটশিলায় তিনি একখানি বাড়ি ভাড়া চান।ভাড়া যাহোক দিতে রাজি, দুটি ঘর হলেই হইবে। তুমি এইপত্র পাইবা মাত্র একটি বাড়ির জন্য চেষ্টা করিবে। সঞ্জীবনবাবুর বাড়ি বা প্রভাস দত্তের বাড়িতে সুবিধা হইবেকি ?দোতলা বাংলো বোধহয় খালি আছে। হাজারি একমাসবা দু'মাসের জন্য যাইবে। ভালো লাগিলে আরো দীর্ঘদিনথাকিবে। তুমি আজই পত্র পাইয়াই বাড়ি দেখিতে শুরুকরিবে।

মি. সিংহের এইমাত্র এক পত্র পাইলাম সারান্ডা ফরেস্টের ছোটনাগরা বাংলো হইতে। তাহাতে লিখিয়াছেনরাসবিহারীবাবু D.F.O. হইয়া গিয়াছেন কিন্তু মনোহরপুরেএখনো আছেন। তাহাকে Congratulate করিয়া একখানিপত্র দিয়ো মনোহরপুরে। বন্ধুলোক, খুশি হইবেন।

এখানে আর সব ভালো। বাড়িটার বিষয় যত সত্বর হয়দেখিবে। গ্রামের চড়কতলায় কাল হইতে কলিকাতার একবড় ম্যাজিসিয়ান তাঁবু খাটাইয়া ম্যাজিক দেখাইতেছে, দুই আনা-চার আনা টিকিট। লোকের খুব ভিড় হয়। এখানের সব ভালো। কেবল প্রমোদ (অন্নর স্বামী) মারা গিয়াছে।

তুমি, বউমা, শান্ত, গুটকে আমার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃতিনখানা ঘর হইলে ভালো হয়।

[এই চিঠি নুটুবিহারী পান ২৯ নভেম্বর ১৯৪৬]

৫৮

বারাকপুর

শনিবার

কল্যাণবরেষু,

এবার বড়দিনের ছুটির শেষে একদিন বা দুদিন হয়তোঘাটশিলায় যেতে পারবো। সিংহ সাহেব চিঠি দিয়েচে ২৫শে মনোহরপুর যেতে। সেখান থেকে থলকোবাদ হয়ে যাবে Saranda-তে। কিন্তু ওর ফ্যামিলি সঙ্গে থাকবে লিখচে, সেজন্যে তোমার জায়গা হয়তোমোটরে হবে না। তুমিমনোহরপুর পর্যন্ত যেতে পারো আমার সঙ্গে। সেখান থেকেফিরতে হবে, না হয়, আমি সিংহ সাহেবকে বলে তোমার একটা ভ্রমণের ব্যবস্থা করব (রাখবো)। তুমি ২৫শে শেষরাত্রিতে যে নাগপুর প্যাসেঞ্জার ঘাটশিলায় আসে, সেইসময় স্টেশনে থাকতে পারো ?২৬শে বেলা ৮॥০ টা কিংবা৯॥০ টার সময় ওই ট্রেন মনোহরপুর পৌঁছোয়।

উমাকে দেখতে আসবেন একটি ভদ্রলোক, কুচবিহারথেকে। তিনি আসবেন ২৪শে, তাঁকে রওনা করে দিয়ে২৫শে রাত্রি ১০টায় নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরব হাওড়াতে। ২রা জানুয়ারি একবেলার জন্যে ঘাটশিলায় নামতে পারিফিরবার পথে। উমাকে দেখতে যিনি আসবেন, তিনি আগেএলে সুবিধে হত, কিন্তু তিনিও আসবেন বড়দিনের ছুটিতে।এই জন্যেই আগে কোথাও যাওয়া হল না। ত্রিবেন্দ্রাম Education Conference-এ যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ৫ই জানুয়ারি আমি সভাপতিত্ব করচি মূলাজোড় ভারতচন্দ্রলাইব্রেরিতে, কাজেই অতদূর যেতে পারলুম না। আর অতদূরের খরচ নিজেই বহন করতে হবে ১০০৲/২০০৲ টাকা খরচ। শচীন বাঁড়ুয্যে ওয়ালটেয়ার থেকে চিঠি লিখেচেসেখানে যাবার জন্যে আমাকে আর তোমার বউদিদিকে। তাকে তুমিও একখানা চিঠি দিয়ো, রবির কাছে ঠিকানাআছে।

ডা. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'আরণ্যক' সম্বন্ধে শারদীয়া 'সোনার বালা'য় লিখেচেন এ ধরনের বই শুধু বাংলায় নয়, ইউরোপীয় সাহিত্যেও দুর্লভ।

আমাদের গাঁয়ের হাজরা মোড়ল মারা গিয়েচে। আরসব ভালো। গুটকের বাবা ভালো আছে।

তুমি, বউমা, গুটকে, শান্তআমার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এই চিঠি প্রাপ্তির তারিখ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৪৬]

৫৯

বারাকপুর

কল্যাণবরেষু,

সেদিন ট্রেনটা যখন হাওড়ায় এল তখনো ভালো করে ফর্সা হয়নি। আলো জ্বলছে স্টেশনে। নেমেই সুরেশমজুমদারের বাসায় গেলাম। তিনি চা খাবার খাওয়ালেন।সারান্ডা ভ্রমণের গল্প দোলসংখ্যার 'আনন্দবাজারে' চাইলেন। ১০০ টাকা দেব বল্লেন। সুতরাং ভ্রমণে খরচকরলে দেখছি উঠে আসে তার তিনগুণ। অতএব ভ্রমণ করে বেড়ানো মন্দ নয়। তোমার বউদিদি ও নকুকে নিয়ে পরদিন সকালে বারাকপুর থেকে ভাটপাড়ায় গিয়েছিলাম। সবাইখুব খুশি। ওরা আবার ছোটমামিমার সঙ্গে নারাণদের বাড়িগিয়েছিল। বউমার মা দুঃখ করেচেন মেয়েকে দুবছরদেখেননি বলে। তোমার বউদিদি বলেচে আমি এবার নিজেনিয়ে আসব।

কিন্তু ওখান থেকে গিয়ে বারাকপুরে সেই রাতে তোমারবউদিদির খুব জ্বর হল। আমি আর উমা চলে এসেচি এখানে, ওকে আনা সম্ভব হল না। এখানে দেখবে কে ?ডাক্তার নেই কবিরাজ নেই, দেখার লোক নেই, গ্রামের ওপাড়ার সব লোক জিগ্যেস করছে বড় বউমা কেন এলেন না ?না আসায় সবাই খুব দুঃখিত। তুমি ও বউমা বারাকপুরে চিঠি দিয়ো। মানে ওই বারাকপুরে।

গুটকে যখন আসবে তখন আমার জুতো জোড়াটা অবিশ্যি করে তার হাতে পাঠিয়ে দিয়ো।

বারাকপুরে চিঠি দিয়ে তোমার বউদির খবর নিয়ো।বউমাকেও দিতে বোলো।

এখানে বড় শীত, একটা বাঘ মেরেছে কুঠির মাঠ থেকে।আরো দুটো আছে। কাল যুগল কাকার ভিটের পিছনে ফেউডেকেছিল। শান্তকে বোলো চালকী থেকে তক্তাপোষ দিয়েগিয়েচে। সরস্বতী পুজোয় যেতে চেষ্টা করব। তবে ২৪শেজানুয়ারি শনিবার যশোর সাহিত্য সঙ্ঘে মাইকেলেরজন্মোৎসব, আমি ও তারাশঙ্কর দুজন যাচ্ছি। শনিবার থেকে ছুটি আরম্ভ। শনিবার তো যশোরেই কাটবে। তবে কি হয় দেখি। আর সব ভালো। আমার আশীর্বাদ নিয়ো, বউমাকে, শান্তকে ও গুটকেকে দিয়ো, তুমি নিয়ো। শরৎ পাল ওখানেআছেন ?নমস্কার দিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এই চিঠি ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে লেখা]

৬০

বারাকপুর

শনিবার

কল্যাণবরেষু,

কাল বারাকপুর গিয়েছিলাম, তোমার বউদিদির Malignant Malaria হইয়াছিল। এখন ভালো। কাল ঝোল খাইয়াছে। উমা এখানে আছে। ১৮ই জানুয়ারি পাটনাকলেজে ও ১৯শে জানুয়ারি আরা টাউনে নাগরী প্রচারিণীসভায় আমার বক্তৃতা। ২৫শে যশোর সাহিত্য সঙ্ঘেআমাকে মানপত্র দেবে। তারাশঙ্কর সভাপতি। সজনীওতারাশঙ্করের মোটরে ওইদিন আমার বাড়ি আসিবে। এখান হইতে যশোর যাইব। সরস্বতী পুজোতে ঘাটশিলাতেএকদিনের জন্য যাইতে চেষ্টা করিব। গুটকের সঙ্গে আমারজুতো দিয়ো। তুমি, বউমা, গুটকে ও শান্ত আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুনঃ এখানে উমা ও আমি ভালো আছি। বাঘের বড়ভয় হইয়াছে। কাল বাড়ির পিছনে ফেউ ডাকিয়াছিল। কালশ্যামনগরে বক্তৃতা আছে। মামার বাড়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তবে আগের বার, তোমার বউদিদি, নুকু ও আমি মামার বাড়ি বউমার বাপের বাড়ি গিয়াছিলাম।

[এই চিঠি ডাকে দেবার তারিখ ১১ জানুয়ারি ১৯৪৭]

৬১

বারাকপুর

বুধবার

কল্যাণবরেষু,

অদ্য পাটনা কলেজের চিঠি পাইয়া জানিলাম আমারসভার তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি ধার্য করিয়াছে। এদিকেসুবোধ ঘোষ আরায় Executive Engineer হইয়াছে। সে লিখিতেছে সুরজপুরের রাজাসাহেব আপনার অত্যন্ত ভক্ত।আপনি সরস্বতী পূজার সময় আরায় নাগরী প্রচারিণী সভায় বক্তৃতা দিন এবং ওখানে আপনার সম্বর্ধনা করা হইবে।সুরজপুরের রাজাসাহেব আরণ্যকের এক হিন্দি অনুবাদকরিতেছেন। এ অবস্থায় ঘাটশিলায় সরস্বতী পুজোয় যাওয়াসম্ভব হইবে না। ওদিকে সিংহ সাহেব লিখিতেছেআনন্দবাজারের সুরেশদা Saranda forest-এ বেড়াতেযাচ্চে। সরস্বতী পুজোতে আপনিও সঙ্গে আসুন না'। এখন কোনদিকে যাই। ২৫শে জানুয়ারি যশোর সভা।

তোমার বউদিদি ভালো আছে। উমা এখানে আছে। বড়শীত আমরা ভালো আছি। গুটকে কবে আসবে, আমার জুতোজোড়া পাঠিয়ে দিয়ো। তোমরা আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[এই চিঠি ঘাটশিলায় পৌঁছোয় ১১ জানুয়ারি ১৯৪৭]

৬২

বারাকপুর

মঙ্গলবার

কল্যাণবরেষু,

নুটু, তোমার পত্র পেলাম। আজই চাঁইবাসায় পত্র লিখেদিয়েছি। তুমি ওখান থেকে তাগাদা দিয়ো। তারা আমাকে চিঠি লিখলেই উমাকে নিয়ে যাব ঘাটশিলাতে। গোপালবাবুর পুত্রের মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।তাঁহাকে আমার কথা বলো। 'দেবযান' খানা পড়তে দিয়ো। শরৎ পাল চলে গিয়েছেন তা জানতাম না। তিনি বলেছিলেন যে কয়েক মাস থাকবেন। নাম ছাপা চিঠিরকাগজ পেয়েছ ?এখানে শীত খুব কমে গিয়েছে। তবে বৃষ্টি হয়েচে দুদিন, তাতে একটু শীত পড়েচে। এবার আমেরমুকুল কোনো গাছেই হয়নি।

আরাতে খুব আনন্দে কেটেছিল। আসবার সময়ভাগলপুর নামবার কথা ছিল।'বনফুল'-এর বাড়ি, সেখানথেকে মন্দার হিলে ভূপেন সান্ন্যালের আশ্রমের উৎসবেযাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনেক রাতে ভাগলপুরে গাড়িআসে। তখন ঘুমিয়েছিলাম বলে নামা হয়নি। শিয়ালদ' দিল্লি এক্সপ্রেস, শিয়ালদহের ৪নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ে এবংভাগলপুর দিয়ে অর্থাৎ লুপ লাইন হয়ে যায়। আসবারসময়েও তাতেই এসেছিলুম। হাওড়া দিয়ে আসা কষ্টকর।ট্রাম ধর্মঘটের দরুন বাসে বেজায় ভিড়। কলকাতায় গোলমাল লেগেই আছে। অন্য পথ দিয়ে ঘুরে আসাই ভালো। B.N.R.-এর গাড়িকে গালাগাল দিতাম। এখনদেখলাম E.I.Rly-এর সব গাড়িই ৪/৫ ঘণ্টা লেট থাকে।ক্বচিৎ দু'একখানা গাড়ি ঠিকমতো যায়। এখানে আর সবভালো। ১/২রা মার্চ সিলেট টাউনে প্রগতি লেখক সঙ্ঘেরউৎসবে সভাপতিত্ব করতে হবে, কাল কলকাতা থেকে দুটিছোকরা এসে বলে গেল। এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বা তারআগে পুরী যাবে ?১লা বৈশাখ কটকে বাঙালি ক্লাবেরনববর্ষের উৎসবে আমাকে সভাপতিত্ব করতে হবে। ১লাবৈশাখ অর্থাৎ ১৫ই এপ্রিল।

তুমি, বউমা, গুটকে ও শান্ত আশীর্বাদ নিয়ো। একটি১২/১৪ বছরের ছেলে, জাতে কর্মকার, তার মা আমাদেরবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে, ঘাটশিলার বাড়িতে থাকতে চায়ও কাজ করতে চায়। তার মা আমাকে বলছিল। তবেঅতদূরে থাকতে পারবে কিনা জানি না।

গুটকের পিসি টুকো এসেছিল, সে মণির সঙ্গে খেলাকরত। তোর নাম খুব করছিল। ঘাটশিলায় একবার যেতেচেয়েচে। কখনো কোনো দেশ বেড়ায়নি। যশোরেপাড়াগাঁয়ে বিয়ে হয়েচে।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(পত্র ডাকে দেবার তারিখ ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭)

৬৩

শিমুলতলা

দোলযাত্রা

কল্যাণবরেষু,

কাল রাত্রের ট্রেনে শিমুলতলা এসেছি। একটা বড় বাগান বাড়িতে আছি। জ্যোৎস্না রাত্রে কালচাকাই রোড ধরিয়াঅনেকদূর বেড়াইতে গিয়াছিলাম। থৈ থৈ করছে space তবুবলব ঘাটশিলার মতোপাহাড়শ্রেণির সৌন্দর্য এখানে নেই।আর চারিদিকেই কলকাতার বড় লোকেদের সাজানো বাড়ি।এক নজরে তত ভালো লাগে না।

কাল এখান থেকে রাণিগঞ্জ যাব। সেখানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউটে সাহিত্যসভার সভাপতিত্ব করতে হবে।রবিবারে ফিরব। তোমার বউদিদি ভালো আছে। তাঁকেনিয়ে যাব ভাবছি।

দুটি মুসলমান ছাত্র কি ঘাটশিলায় গিয়েছিল ?তারা বিলাসপুর পর্যন্ত গিয়েছিল বেড়াতে। ঘাটশিলায় নামারকথা। এই পুর্ণিমায় আমারও ঘাটশিলায় যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সভার জন্যে যেতে পারলুম না। এখানে এখনো শীতরয়েছে। ঘাটশিলায় কি গরম পড়ে গেচে?

আমার শরীর ভালোই আছে, নদিদি ও পুঁটিদিদি বারাকপুরে আমার বাড়িতে রয়েচে। তাদের কাছেই উমারয়েচে।

তুমি, বউমা, শান্ত, গুটকে আমার আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[পত্র রচনার তারিখ ৭ মার্চ ১৯৪৭]

৬৪

কল্যাণবরেষু,

নুটু, যেরকম কলকাতার অবস্থা তাতে ইস্টারের ছুটিতেঘাটশিলা যাওয়া ঘটলো না। আমাদের এদিকের ট্রেনের বড়গোলমাল। কখন কোন্ট্রেন আসে ঠিক নেই। লোকালট্রেনগুলো সব বন্ধ। এ অবস্থায় পথে নামি কোন্ উপায়ে ?

তোমার বউদিদির আবার ২ দিন জ্বর হয়েছিল, এখনো ভাত খায়নি। বুধবার প্রথম দাঙ্গা বাধার দিন, সকাল বেলায় গজেনবাবুর সঙ্গে কানুমামার বাসায় গিয়েছিলাম। ওখান থেকে সকাল ৯টায় বেরিয়ে ১০॥০ টায় বাণী রায়েরবাড়ি গেলুম। ১১॥০ টার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে, আলিপুর ইন্সপেক্টর অফিসে গেলাম। সেখানে থাকা অবস্থায়বেলা ১॥০ টার সময় শুনি যে ঘোর দাঙ্গা বেঁধেছে। বাসচলাচল বন্ধ। ৩টার সময় সেখান থেকে বেরিয়ে আমি ওবনগাঁ স্কুলের যতীন মাস্টার হাঁটতে হাঁটতে সেই দুপুর রোদেবালিগঞ্জের স্টেশনে এলুম। লোকজন সব ছুটোছুটি করচে।কোনো গাড়ি ঘোড়া নেই। জল খেতে সুবর্ণ দেবীর বাড়িগেলুম। সুবর্ণ দেবী চা ও খাবার খাওয়ালেন আমাকে ওযতীনদাকে। কথা হল যে ইস্টারের ছুটিতে তিনি নীরদবাবুগালুডি যাবেন। আমি ঘাটশিলায় যাব।

তারপরেই দাঙ্গার ক্রমশ বৃদ্ধি। কোথা থেকে কি হল।সব নষ্ট হল ইস্টারের ছুটিতে যাওয়া হল না।

বউমার চিঠি পাওয়া গিয়েচে। দাঙ্গার দিন ভবানীপুরেঅহীনের সঙ্গে দেখা। সে যাচ্ছে ওয়ালটেয়ার শচীনেরকাছে। আমি তাকেউমার সঙ্গে শচীনের বিয়ের কথাবল্লাম।সে গিয়েই চিঠি লিখবে। অহীন মাকে বিয়ের কথা জানায়। ওরা রাজি আছে বোধহয়। গুটকে ও শান্তকে আশীর্বাদদেবে।তুমি ও বউমা আশীর্বাদ নিয়ো।

ইতি—

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[পত্র রচনা এপ্রিল ১৯৪৭]।